হলদিয়া বন্দর পরিদর্শনে এসে নতুন পরিকল্পনার কথা জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

দুর্গাপদ মিশ্র ও সৌমাল্য ব্যানার্জী, হলদিয়া ঃ শুক্রবার হলদিয়া বন্দর পরিদর্শনে এসে বন্দরের পণ্য পরিবহন বাড়াতে বন্দরে দ্বিতীয় লকগেটের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ ও সড়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মনসুক লক্ষ্মীভাই মান্ডভিয়া। বন্দরের উন্নয়ন নিয়ে বললেও হলদিয়ার বন্ধ সার কারখানা হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজারের পুনরুজ্জীবন নিয়ে এদিন কোনও আশার কথা শোনাতে পারেননি। তবে তাজপুরে সমুদ্র বন্দর তৈরির জন্য টেন্ডার করা হয়েছে বলে জানান তিনি। বলেন, আগামী ২৯ জানুয়ারি সেই টেন্ডার খোলা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাহাজ ও সড়ক মন্ত্রকের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রকের দায়িত্বেও

রয়েছেন মনসুক লক্ষ্মীভাই মান্ডভিয়া। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ হলদিয়া বন্দরে আসেন মনসুক লক্ষ্মীভাই মান্ডভিয়া। প্রথমে তিনি হলদিয়া বন্দরের ডক বার্থে জাহাজের পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা ও লকগেট পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি যান হলদিয়ার ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজের মাল্টি মোডাল হাবের কাজকর্মও খতিয়ে দেখেন। পরে বন্দরের প্রশাসনিক কার্যালয় জহর টাওয়ারে বন্দর কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারীও। তিনি বলেন, হলদিয়া ও কলকাতা বন্দর প্রতি বছর পণ্য পরিবহনে রেকর্ড ভাঙছে এবং নতুন রেকর্ড গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। হলদিয়া বন্দরের পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সাগরমালা প্রকল্পে। নতুন লকগেট ছাড়াও মাঝ সমুদ্রে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা, ট্রান্স লোডিংয়ের জন্য দুটি অত্যাধুনিক ফ্লোটিং ক্রেন আনা হয়েছে। ডক ইয়ার্ডকে হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য ১.৪কিমি লম্বা উড়ালপুল তৈরি হচ্ছে। এরফলে দ্রুত পণ্য পরিবহনে সুবিধে হবে। প্রসঙ্গত, ২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই উড়ালপুল তৈরি করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রী হলদিয়ার কেন্দ্রীয় সার রসায়ন মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ প্লাস্টিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (সিপেট) কলেজ পরিদর্শণ করে তাদের কাজকর্ম দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, হলদিয়ার কারখানাগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আগামী দিনে আরও স্কিল ডেভালপমেন্ট কোর্স চালু করার ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। এরফলে কাজের সুযোগ আরও বাড়বে। মন্ত্রীর সঙ্গে এদিন ছিলেন আই ও সি'র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর চন্দ্রকান্ত তেওয়ারী ও বন্দরের ডেপুটি চেয়ারম্যান জি সেন্থিলভেল।

জেল হেফাজত দেব-এর

সন্দীপ গুড়িয়া, মহিষাদল ঃ ক্রিকেটার শচীন তেন্ডুলকরের কন্যা সারাকে ফোন করে বিব্রত করার দায়ে গ্রেফতার পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের দেবকে জেল হেফাজতে পাঠাল মুম্বাইয়ের বান্দ্রা আদালত। দিন কয়েক আগেই খবরের শিরনামে আসে মহিষাদলের বেতকুণ্ডুর বাসিন্দা দেব কুমার মাইতি (৩২)। প্রখ্যাত প্রাক্তন ক্রিকেটার শচীন তেণ্ডুলকরের কন্যা সারাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে গত কয়েকদিনে প্রায় ২৫ বার ফোন করেছিল দেব। এরপরেই শচীনের ব্যক্তিগত সহকারী গত ৫ জানুয়ারি বান্দ্রা থানায় দেব-এর বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ জানান। গত ৬ জানুয়ারি মহিলাযাদল থানার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে দেবকে গ্রেফতার করে বান্দ্রা থানার পুলিশ। ৭ জানুয়ারি ধৃতকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। দেবকে নিয়ে সোজা বান্দ্রা উড়ে যান তদন্তকারী অফিসার এস আই ভীমসেন গোয়কোয়াড়। বান্দ্রা থানায় রেখে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসবাদের পর তদন্তকারীদের ধারনা, অভিযুক্ত যুবকের মানসিক রোগের বিষয়টি বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, যে দিন থেকে দেব গ্রেফতার হয়েছে সেই সময়ের পর এবং বিগত দিনের সমস্ত ঘটনা সে মনে করতে পারছে। যদিও দেব-এর পরিবারের দাবি, ছেলেটি মাঝে মধ্যেই ভীষণ আক্রমণাত্মক হয়ে যায়। কল্পনায় সে সেলিব্রিটিদের বিয়ে করার স্বপ্ন দেখে। বিভিন্ন সময় সেলিব্রিটিদের নম্বর জোগাড় করে ফোন করত ছেলেটি। সেই সঙ্গে জাহাজকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া, ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার দাবি জানাত সে। মানসিক অবসাদের জন্য দীর্ঘ ২০১০ সাল থেকে মানসিক ডাক্তারের কাছে তাঁর নিয়মিত চিকিৎসা চলছে।

দেবকুমারের দাদা রাজকুমার জানিয়েছেন, ভাইয়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজই বান্দ্রা পুলিশকে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই কাগজপত্র দেখে বান্দ্রা পুলিশ আদৌ বিশ্বাস করছে কিনা তা পরিষ্কার নয়।

বিবেক চেতনা উৎসবে রোড রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেশপ্রাণ ঃ বিবেক চেতনা উৎসব উপলক্ষ্যে দেশপ্রাণ ব্লকের উদ্যোগে ১০ কিমি রোড রেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। কাঁথির দিঘা বাইপাশে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধায়ক বনশ্রী মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা রোড রেস এ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি, দেশপ্রাণ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তরুণ জানা, কাঁথি মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সহসভাপতি সতীনাথ দাস অধিকারী প্রমুখ। প্রতিযোগিতায় ৭০জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে বসিরুদ্দিন মণ্ডল, শক্তিপদ মাহাতো এবং সেক রফিজুল।

আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ দি ইনস্টিটিউট ফর একাডেমিক এক্সিলেন্স এবং খাকুরদা ভগবতিদেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগড়ে একটি আন্তর্জাতিক মানের সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। দুদিনব্যপী এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক-শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মিতা ব্যানার্জী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুচিতা সারমিন, উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ডঃ সুজিত পাল। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান কার্তিক চন্দ্র আচার্য। সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল রিলেশনশিপ এন্ড মোটিভেশন ফ্যাক্টর ইন টিচার এডুকেশন। সেমিনারে প্রায় আড়াইশো শিক্ষানবিশ অংশগ্রহন করেন।

রামনগরে তৃণমূলের যুবদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে স্বামীজীকে শ্রদ্ধা জানাত তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রামনগর-১ ব্লকের পদিমা ১ ও ২ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন সকালে দিঘা বাইপাসে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান, বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে প্রভাতফেরির ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে কয়েক হাজার যুব তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা অংশগ্রহন করেন। সকাল থেকে দিঘায় প্রচুর তৃণমূলের কর্মী সমর্থকেরা ভিড় জমান। এদিনের র‍্যালিতে উপস্থিত থেকে রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি বলেন, স্বামীজীর ১৫৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই আয়োজন, যুবকদের কাছে তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্যই এই উদ্‌যাপন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, রামনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ সুশান্ত পাত্র, পদিমা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোপাল পাত্র, দিঘার হকার্স ইউনিয়নের সভাপতি দীপঙ্কর সুঁই, দিঘা ট্যাক্সি ইউনিয়নের সভাপতি পার্থসখা জানা, ফাল্গুনী জানা, শিক্ষক নেতা শান্তনু কুন্ডু, সুরেশ পাত্র প্রমুখ।

রেডরোজ ক্লাবের দিন রাতের ক্রিকেট

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার বাসুদেবপুরে রেডরোজ ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দিন-রাতের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। সামনেই সেই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার ক্লাবের সভাকক্ষে স্বামীজী জন্মদিবস পালনের সাথে সাথে সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের মুখ্য উপদেষ্টা তথা এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, ক্লাবের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পার্থসারথী দাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। প্রসঙ্গত পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় রেডরোজ ক্লাবের হাত ধরেই দিনরাতের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রসার বেড়েছে।

দিঘায় আটকে ১৪ বাংলাদেশী মৎসজীবী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ সমুদ্রে মাছ ধরতে বেড়িয়ে বিপদে পড়া মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করে দিঘা মোহনায় নিয়ে এসেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের মৎসজীবীরা। এরপরে কেটে গেছে প্রায় দেড় মাস। আইনি জটিলতায় বাড়ি ফেরা হয়নি এই ১৪ জন বাংলাদেশী মৎসজীবীর। স্থানীয় মৎসজীবীরা ও প্রশাসন খাওয়ার ও থাকার ব্যবস্থা করলেও সবার শীতের পোষাক না থাকার ফলে চরম বিড়াম্বনায় পড়েছেন এঁরা। জানা গেছে, গত ২২ নভেম্বর বাংলাদেশের চম্পা আক্তার নামের এইমৎস্যজীবীদেরট্রলারকেউদ্ভ্রান্তের মত মাঝ সমুদ্রে ভাসতে দেখে শংকরপুরের এক ট্রলারের মৎসজীবীরা বুঝতে পারেন ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় বিপদে পড়েছেন এই মৎসজীবীরা। তাই শংকরপুরের শম্ভু মাঝির ট্রলারের মৎসজীবীরা বাংলাদেশের বিপদে পড়া এই মৎস্যজীবীদের ট্রলারকে টেনে দিঘা মোগনায় নিয়ে আসে। উদ্ধার হয় ১৪ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবী। নভেম্বরের ২৩ তারিখ থেকে এখনও অবধি দিঘা মোহনাতেই আছে সেক রফিক। মহম্মদ সেলিম, মহম্মদ আজাহার, জাকির, জাকির মাঝি, সুবান সর্দার, মহম্মদ রফিকুল প্রমুখ বাংলাদেশী মৎস্যজীবীরা। এরপর প্রায় ৫০দিন কেটে গেলেও তাঁরা বাড়ি ফিরতে পারেননি। এরপর খবর এসেছে দিঘা মোহনায় থাকা ইব্রাহিম খলিল নামের মৎস্যজীবীর মা ও মহম্মদ জয়নাল নামের মৎস্যজীবীর শিশু পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। তারপরেও আইনি জটিলতার কারণে বাড়ি ফিরতে না পারায় এই মৎস্যজীবীদের অবস্থা করুন হয়ে উঠেছে। এর উপরে শীতের পোষাক নেই এই মৎস্যজীবীদের। ফলে বিড়াম্বনা বেড়েছে। এরা জানিয়েছেন, স্থানীয় মৎস্যজীবীরা প্রচুর সাহায্য করছে। প্রশাসনও সাহায্য করছে। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু পোষাক না থাকায় তাঁরা বিপদে পড়েছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে সংকেট এখনও না মেলায় এই মৎস্যজীবীরা এখানে আটকে আছেন। জানিয়েছেন, তাঁরা সব রকমভাবে সাহায্য করছেন। প্রতিবেশি দেশের এই মৎস্যজীবীদের শীতে যাতে সম্যসায় না পড়তে হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

হলদিয়ায় সাড়ম্বরে যুব দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম পবিত্র জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে হলদিয়ার চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ আশ্রমেও দিনটি সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিবেক চেতনা উৎসব ও সুতাহাটা ব্লক বিবেক চেতনা উৎসব বিবেকনন্দ মিশন আশ্রমের মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মিশন আশ্রমে বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম বিষয়ক প্রদর্শনী, ক্যুইজ, আবৃত্তি, অঙ্কন ও প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন তমলুক সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, মধুরিমা মন্ডল, ডাঃ

রশ্মি কমল, মিশন আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে মিশন স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ক্যুইজ, আবৃত্তি অঙ্কন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ছাত্রদের দুটি দলে ভাগ করে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত সবাই তাঁদের বক্তব্য স্বামীজীর জীবনী ও কর্মধার সম্পর্কে আলোকপাত করেন। মিশন আশ্রমের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী মহারাজ–ভারবর্ষের যুব গোষ্ঠীকে স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন ভারত ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

নন্দীগ্রামে যুব দিবসে নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম ঃ শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে টাকাপুরা মিতালী সংঘের উদ্যোগে নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সকালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধন করেন রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য বিশ্বজিৎ মাইতি। অন্যান্যদের মধ্যে নন্দীগ্রামের সি আই অনিমেষ চক্রবর্তী, তারাপদ কাটুয়া, তপন গায়েন প্রমুখ হাজির ছিলেন। প্রতিযোগিতায় আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। স্বামীজীর জন্ম দিবসের দিন মিতালী ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করায় প্রশংসা করেছেন বিশ্বজিৎ মাইতি

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ নতুন ইংরাজি বছরের শুরুতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৫ই জানুয়ারি জেলায় আসছেন তিনি। শালবনিতে জিন্দালদের একটি সিমেন্ট কারখানার উদ্বোধন করার কথা তাঁর। তারপর শালবনির গাইঘাটা ফুটবল ময়দানে দলীয় সভা করবেন। ওইদিনই ফিরবেন কলকাতায়। ১৩৪ একর জায়গা জুড়ে ৪০০ কোটি টাকার ব্যয়ে শালবনিতে তৈরি হচ্ছে সিমেন্ট কারখানাটি। মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে শালবনি এলাকা। রাস্তার খানাখন্দ মেরামত করা থেকে শুরু করে রাস্তা পরিষ্কার সব চলছে। পাশাপাশি এলাকা সৌন্দর্যায়নের কাজও চলছে। কারখানা উদ্বোধন ও সভাস্থল খতিয়ে দেখেছেন জেলাশাসক জগদীশপ্রসাদ মিনা, পুলিশ সুপার ও অন্য আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রীর জেলায় আসার জন্য ডেবরায় তৈরি হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড।

স্বামীজীর জন্মদিনে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে চড়ুই ভাতিতে মাতলেন এক দল সমাজসেবী

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, কোলাঘাট ঃ 'নিজের ছেলে মেয়েরা কখনও আমাদের নিয়ে বেড়াতে যায়নি। বয়স হওয়ায় উল্টে বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা মেরে বের করে দিয়েছে। আর এরা আমাদের নিয়ে নদীর ধারে বনভোজন করছে। বাড়িতে বাড়িতে এমন সন্তান জন্মাক ভগবানের কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।' ইনি তারা দেবী। কোলাঘাট রাইন গ্রামের অমর সংঘের বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক। শুক্রবার স্থানীয় কিছু যুবকের উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে রূপনারায়ণ নদীর ধারে এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৬তম জন্ম দিবস অন্যরকম ভাবে উদ্‌যাপন করলেন। সেখানেই নদীর পাড়ে মুক্ত বাতাসের শ্বাস নিতে নিতে তারা দেবীর মত অন্য আবাসিকেরাও এমন আরো কত মনের কথা জানিয়েছেন। নিজেদের রক্তের সম্পর্কের

ছবি-সৌমাল্য ব্যানার্জী

মানুষজনেরা মনে রাখেনি তাঁদের কথা। অনেক ভালো-মন্দের সাথে লড়াই করে নিজেদের হাতে গড়ে তোলা সংসার ছেড়ে এরা বহু আগে পরবাসী। দিনটি অন্যভাবে পালনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম সদস্য উজ্জ্বল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, পরিবার থেকে প্রায় বিতাড়িত বয়স্ক-বয়স্কাদের শেষ বয়সে মাথা গোঁজার ঠাই রাইন গ্রামের অমর সংঘের এই বৃদ্ধাশ্রম। উজ্জ্বল বাবু জানিয়েছেন, প্রতিবছর আমরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিবেকানন্দের জন্মদিন উদ্‌যাপন করে থাকি। এই বছরও উদ্‌যাপন নিয়ে আলোচনার সময় অমর সংঘের আবাসিকদের নিয়ে উদ্‌যাপন করার কথা মাথায় আসে। সেই মত বৃদ্ধশ্রম কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলায় তাঁরাও রাজি হওয়ায় এদিন রূপনারায়ণ নদীর ধারে জনা তিরিশেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে নিয়ে চড়ুইভাতি করে পালন করা হল দিনটিকে। সেখানে স্বামীজীর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করেই সোজা রূপনারায়ণ নদীর ধারে। সেখানেই সকলে মিলে রান্নার আয়োজন করে, রান্না করে খাওয়া দাওয়া করা হয়। তারপর সন্ধ্যা নামতেই টোটোতে চেপে বৃদ্ধাশ্রমে ফিরে আসা হয়েছে। দিনটি অন্যরকম ভাবে কাটিয়ে খুশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও। অমর ক্লাবের তরফে জানানো হয়েছে শুধু পূর্ব মেদিনীপুর কিংবা পশ্চিম মেদিনীপুর নয়, হাওড়া, দুর্গাপুর বিভিন্ন এলাকার অধিবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের আশ্রমে থাকেন। সামান্য সরকারি সাহায্য আর বিভিন্ন মানুষের থেকে চেয়ে এবং অনুদানে আশ্রমটি চলে। জানানো হয়েছে, উজ্জ্বল ভট্টাচার্যের সাথে কয়েক জন যুবক শুক্রবার স্বামীজীর জন্মদিনে এই আবাসিকদের নিয়ে চড়ুই ভাতি করার কথা বলায় না করা হয়নি। কারন ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষ গুলো একটু আনন্দ পেলে ক্ষতি কি?